সমকাল

তারিখ 12 MAR 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

'জাদুকর' শিক্ষক, মানবিক সমাজবিজ্ঞানী

জন্মদিন | আবদুল বায়েস

প্রাক্তন উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আজ ১২ মার্চ, ২০১৭। প্রফেসর রেহমান সোবহানের শুভ জন্মদিন। ১৯৩৫ সালে কলকাতায় জন্ম নেওয়া এই বিরল প্রতিভার মানুষটি আমার প্রিয় একজন শিক্ষক এবং প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে সর্বত্র সমাদৃত। ৮২-তে পা ফেলার জন্য তাকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। স্মৃতিতাড়িত হয়ে দেখি, সেই উত্তাল '৬৯ সাল থেকে শিক্ষা, গবেষণা ও সামাজিক সম্পর্ক পরিসরে স্যারের সঙ্গে আমার পরিচয়ের পরিসর প্রায় অর্ধ শতাব্দীর। তা ছাড়া শিক্ষক হিসেবে জ্ঞানদানসহ আমার জীবনে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে তার প্রবল প্রভাব আজও অনুভব করি। তাই সদাশয় ও সমুজ্জ্বল এমন একজন সুহৃদ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে কলম ধরেছি।

দুই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে প্রথম দু'বছর (১৯৬৭-১৯৬৮) জুৎসই ছিল বলা যাবে না। অনেকটাই টেনেটুনে পার করতে হয়েছে। মাঝেমধ্যে কোনো কোনো শিক্ষকের অনুপস্থিতি অস্বস্তির কারণ ঘটাত। শুনতাম, নির্দিষ্ট শিক্ষক মহোদয় ক্লাস বাদ দিয়ে সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান (সিএসপি) 'তকমা' আঁটার জন্য দিনরাত পড়াশোনা, ঘোড়ায় চড়া কিংবা টেনিস খেলা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। অ্যাডাম স্মিথ আজ থেকে প্রায় ৩'শ বছর আগে, সম্ভবত ১৭৪০ সালের দিকে, তার শিক্ষকদের নিয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন, দু'একজনের সঙ্গে তার মিলও খুঁজে পেতাম। অ্যাডাম স্মিথ বলেছেন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বছর ধরে অধ্যাপকদের বেশিরভাগ এমনকি পাঠদানের ভানও করেন না। এমন যখন অবস্থা, তখন সুযোগ পেলেই মধুদা'র ক্যান্টিনে বাটার টোস্ট ও ডিম খেয়ে সোজা চলে যেতাম লাইব্রেরিতে, যেখানে শরীরে প্রয়োজনীয় জ্বালানি আসত শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনের বিরিয়ানি ও চা থেকে।

তিন

যাক সে কথা। অবশেষে ক্লাস না হওয়ার কষ্ট একদিন শেষ হয়। সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে বাতি দেখা দিলে আমাদের পিত্তে পানি পড়ে। জানলাম, অর্থনীতি অধ্যয়ন জগতের তৎকালীন তিন অত্যুত্তম তারকা (সুপার স্টার) রেহমান সোবহান, আনিসুর রহমান ও আজিজুর রহমান খান আমাদের ক্লাস নেবেন। বিশেষত সাহেবি চেহারার রেহমান সোবহান তৃতীয় বর্ষে পড়াবেন শুষ্ক ও নীরস বলে কথিত একটা বিষয় 'পাকিস্তান ইকোনমিকস'। সব শুনে দু'একজন সিনিয়র ভাই বলেই ফেললেন, বেহুদা একঘেয়েমির এই ক্লাস না করে বরং ক্যান্টিনে গিয়ে চা খাও, সম্ভবত সেটা হবে কাজের কাজ। কী কারণে জানি না, সেদিন উপদেশ অগ্রাহ্য করে ক্লাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং ওই যে ক্লাসে গেলাম, যেতেই থাকলাম। কখনও সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে ক্যান্টিনে ঢুঁ মারার ইচ্ছা জাগল না। ইচ্ছা ছিল বরং ঠিক উল্টোটা– আহ্, ক্লাসটা যদি আরও দীর্ঘায়িত হতো!

চার

এমনতর ভাবনার পেছনে কাজ করেছেন 'জাদুকর' রেহমান সোবহান। একজন জাদুকর যেমন জাদুমুগ্ধ করে দর্শক ধরে রাখে, তিনিও তেমনি ক্লাসে সম্মোহনী ও সমুদ্ভাসিত ভাষণে চোখের পাতা ফেলা কিংবা উসখুস করার সুযোগ দিতেন না। তার কথা শোনার জন্য সব সময় 'হাউসফুল' ক্লাসে সবাই উৎকর্ণ হয়ে থাকতাম। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনর্গল ইংরেজি ভাষায় লম্বা বাক্যের অলংকারসমৃদ্ধ শব্দসম্ভারে ভাষণে পুরো ক্লাস মাত। আপাতদৃষ্টে কাঠখোট্টা ও গুরুগম্ভীর মনে হলেও ভেতরে ভেতরে তিনি ছিলেন রসে টইটম্বুর। মাঝেমধ্যে তার সরস ও বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য শুনে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেত। যেমন, 'পাকিস্তানের অর্থনীতি কাঠের মাচার ওপর নির্মিত বহু তলবিশিষ্ট একটা দালান মাত্র এবং সেই কাঠ আবার সেগুন কাঠও নয়'; 'নবাব আবদুল গফুর খান হোতি ইজ দি গ্রেটেস্ট চিনি চোর অব পাকিস্তান' ইত্যাদি।

পাঁচ

রেহমান সোবহান ধনী ও অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দার্জিলিং ও লাহোরে পড়াশোনা শেষে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাতে পাড়ি দিলেন। বাবার ইচ্ছে ছিল, তিনি চামড়া শিল্পের ওপর উচ্চশিক্ষা নেবেন। কিন্তু না। ধনীর দুলালরা সাধারণত যা করে তা-ই করলেন। ক্রিকেট খেলা দেখে ও এশিয়ান বিশেষত সিলেটি রেস্টুরেন্টে আড্ডা দিয়ে সময় কাটানো। তার সঙ্গে অবশ্য যুক্ত ছিল দেশ-বিদেশের খবর এবং নির্দিষ্ট করে বললে রাজনীতি নিয়ে চায়ের কাপে ঝড় তোলা। এই দুলালদের মধ্যে অবশ্য হাতে গোনা ক'জন 'ক্ষণজন্মা' প্রতিভাবান থাকে, যারা ইচ্ছে করলে সমাজের জন্য অনেক কিছু করতে পারে। তেমনি একজন তুখোড় মেধাবী রেহমান সোবহান। তিনি অবশ্য বলে থাকেন, অর্থনীতি পড়ার আগ্রহ কোনোকালেও তার ছিল না। অর্থনীতিবিদ হয়ে ওঠা নাকি তার নিছক একটা 'অ্যাক্সিডেন্ট'। তবে তিনি যা-ই বলুন, না চাইতেই অর্থনীতিবিদ হয়ে ওঠার মানে দাঁড়ায়– নাচতে জানলে সব উঠোনই সোজা। মোট কথা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ছাত্রজীবনের বৈকালিক আড্ডায় প্রায়শ 'অনুপস্থিত মধ্যমণি' হিসেবে থাকতেন আমার প্রিয় স্যার রেহমান সোবহান। আড্ডার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকত তার বিলেতি চেহারা, বিলেতি ভাষা, বিলেতে পড়াশোনা, জর্ডানের রাজপরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা ইত্যাদি। তা ছাড়া, সব মাথা এক করে এও ভাবতাম, পুরোপুরি একজন বাঙালি না হয়েও তিনি কী করে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সম্পূর্ণ সমর্পিত এবং বাংলাদেশে একটা বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে বুদ্ধিবৃত্তিক কারিগর হয়ে দেখা দিলেন!

অধ্যাপক রেহমান সোবহান (১২ মার্চ, ১৯৩৫)

> জীবনের শুরু থেকে অদ্যাবধি অসমতার বিরুদ্ধে এক অদম্য যোদ্ধা হিসেবে থাকছেন রেহমান সোবহান। এই তো সেদিন ৮২ বছর বয়সে দাঁড়িয়ে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) এক সেমিনারে দক্ষিণ এশিয়ার কাঠামোগত বৈষম্য নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ উপস্থাপন করলেন। বললেন, মরা ব্যাঙ কুয়ায় রেখে যেমন পানি সেচে লাভ নেই, তেমনি কাঠামোগত বৈষম্য বজায় রেখে শুধু দরিদ্রের জন্য সম্পদ নির্দিষ্টকরণ ও সামাজিক সুরক্ষা দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় বৈষম্য দূর করা যাবে না। মাথার ওপর বিপ্লবের বাজ পড়ার পূর্বেই বৈষম্য নিরোধে সব ব্যবস্থা নিতে সবাইকে আহ্বান জানালেন

ছয়

প্রসঙ্গত ওই কারিগরের একটা ক্ষণের কথা না বললেই নয়। ১৯৬১ সালে পূর্ব-পশ্চিম বৈষম্য নিয়ে এক সেমিনারে পাকিস্তানে বিরাজমান দুই অর্থনীতির কথা তুলে ধরলেন। তার বয়স তখন বড়জোর ২৬; একজন ইয়ং লেকচারার মাত্র। মজার ঘটনা হলো, ঠিক তার পরদিন বিখ্যাত পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় দুটো শিরোনাম জায়গা নিল : একদিকে রেহমান সোবহানের দুই অর্থনীতি ও অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের এক অর্থনীতি। বিশ্বাস করা যায়– মাত্র ২৬ বছরের রেহমান সোবহান বৈষম্যের ওপর বিশ্লেষণধর্মী পর্যবেক্ষণ রেখে লৌহশাসক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কপালে ভাঁজ ফেলে দেওয়া ও আরামের ঘুম হারাম করার সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছিলেন! এ যেন বাঘের লেজ দিয়ে কান চুলকানো! তাই বলে ভয়ে তিনি চুপচাপ, গুটিসুটি হয়ে বসে ছিলেন, তা কিন্তু নয়। এগিয়ে গেছেন বাঙালির স্বাধিকারের কথা নিয়ে; হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো রাজনীতিবিদদের সান্নিধ্যে গেছেন। তিনি শিরদাঁড়া উঁচু করে ছিলেন এবং এখনও আছেন। কারণ, নীতির প্রশ্নে কখনও আপস করেননি। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই নানা ঝুঁকি নিয়ে তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে বিদেশে রোভিং অ্যাম্বাসাডর হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে লিপ্ত থাকেন। প্রয়াত অধ্যাপক আখলাকুর রহমান বোধ হয় সে জন্যই বলতেন, 'রেহমান সোবহান বাঙালিদের চেয়েও বেশি বাঙালি।'

সাত

১৯৬৯ সালের কোনো একদিন। পুরো পূর্ব পাকিস্তান উত্তাল; যেন একটা উত্তপ্ত কড়াই। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও ৬ দফার বাস্তবায়ন চেয়ে মিছিল আর গগনবিদারী স্লোগানে কলাভবন তথা পুরো ক্যাম্পাস প্রকম্পিত। রেহমান সোবহান আমাদের ক্লাসে পড়াচ্ছেন পূর্ব-পশ্চিম অর্থনৈতিক বৈষম্য। হঠাৎ গগনবিদারী আওয়াজ তুলে একটা মিছিল এসে ক্লাসরুমের সামনে থামল। কিছুক্ষণের মধ্যে দরজায় আঘাত এবং ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পীড়াপীড়ির শব্দ। স্যার দরজা খুলে ইংরেজিতে যা বললেন তার সারমর্ম হলো : তোমাদের মধ্য থেকে একজন ক্লাসের ভেতর এসে পূর্ব-পশ্চিম বৈষম্যের ওপর ভাষণ দাও; আমরা ধৈর্য নিয়ে শুনব। কারণ, পূর্ব-পশ্চিম বৈষম্য ৬ দফার ভিত্তি। আর যদি সেটা করতে না পার তো এখন থেকে চলে যেতে পার। বলা বাহুল্য, এক মুহূর্তের মধ্যে স্লোগানধারী দল মাথা নিচু করে প্রতিবাদহীন প্রস্থান করতে বাধ্য হয়েছিল।

গল্পের এখানেই শেষ নয়। তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে টার্ম পেপার লেখাতেন। সে লক্ষ্যে আমাদেরকে রোদ-বাদলে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতে হতো। অনুমান করি, অন্তত আমার ক্ষেত্রে, প্রায়োগিক গবেষণার সূত্রপাত ওখান থেকেই। পরবর্তীকালে বের করলেন একটা প্রতিবাদী পত্রিকা– 'ফোরাম'। খুব অল্প দিনের মধ্যে পত্রিকাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে তরুণ প্রজন্ম তথা বাঙালি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন কেড়ে নিল। ওই পত্রিকায় রেহমান সোবহান ছাড়াও ওয়াহিদুল হক, আনিসুর রহমান, নুরুল ইসলাম ও অন্যান্য বিদগ্ধ সমাজবিজ্ঞানী ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতেন। চাউর আছে– দুই অর্থনীতিতত্ত্ব নিয়ে ফোরামসহ অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত তার লেখাগুলো সাধারণ মনে দারুণ প্রভাব ফেলেছিল। বলতে দ্বিধা নেই, ফোরাম পত্রিকায় বিশেষত তার লেখা থেকে অর্থনীতির জটিল বিষয় পাঠকবান্ধব করে লেখার শিক্ষাটা পেয়েছিলাম এবং পত্রিকায় তার নিয়মিত লেখার অভ্যাস আমাকেও কিছুটা প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। তবে ওইসব লেখা বাদ দিলেও প্রায় ৩০টা বই, ২০টা রিসার্চ মনোগ্রাফ ও প্রফেশনাল জার্নালে ১৪০টি লেখাসহ তিনি গড়েছেন প্রকাশনার এক পাহাড়। ঢেঁকি যে স্বর্গে গেলেও ধান ভানে– তার প্রমাণও তিনি রেখেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা থাকাকালীন প্রথম দিন থেকে নজর দিলেন গবেষণালব্ধ একটা টাস্কফোর্স রিপোর্ট তৈরির জন্য, যা পরবর্তী সরকারকে অর্থ ও সমাজনীতির ওপর কিছুটা হলেও ধারণা দেবে।

আট

দারুণ মজার মানুষ রেহমান সোবহান। মুখে মুচকি হাসি লেগেই আছে, হোক সে চরম রাগের সময় কিংবা সমালোচকের মুখোমুখি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সিপিডির বিভিন্ন ডায়লগে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রণীত টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য হিসেবে এবং বিভিন্ন সভা ও সেমিনারে দেখেছি, তিনি থাকেন মধ্যমণি হিসেবে। বাকি সবাই অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ, এমনকি মন্ত্রী-এমপি, দাতা গোষ্ঠীর সদস্য। মানুষ তিনি মহান হৃদয়েরও। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে ১৯৮০ সালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর ইংরেজিতে আমার লেখা প্রথম বইয়ের 'ফরওয়ার্ড' লিখাতে দুরুদুরু বুকে তার কাছে গিয়েছিলাম। খুব একটা আশা নিয়ে ফিরিনি। কারণ, ওই যে প্রবাদ– হাতি-ঘোড়া গেল গেল তল, ভেড়া বলে কত জল! একজন প্রভাষক ইংরেজি ভাষায় একটা টেক্সট বই লিখেছে এবং তা-ও পড়েছে কি না রেহমান সোবহানের মতো প্রথিতযশা প্রতিভার হাতে! পরে দেখা গেল আমার বইয়ের প্রচুর গুণকীর্তন করে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী প্রশংসাপত্রসহ যথাসময়ে পাণ্ডুলিপি ফেরত এসেছে। আমি আনন্দে আত্মহারা, গর্বে আমার বুকের ছাতি ৩৬! পড়ার ঘরের শেলফে রাখা জাবি'র প্রথম প্রকাশনা এই বইটি আজও রেহমান সোবহানের মহান হৃদয়ের কথা থেকে থেকে জানান দেয়। প্রফেসর রেহমান সোবহান আপাদমস্তক মানবিক; আদর্শগত অবস্থান থেকে সাম্যবাদী ও মার্কসীয় চিন্তা-চেতনায় লালিত ও পুষ্ট। অধ্যাপক নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে ৬ দফার খসড়াতে উল্লিখিত বৈষম্য দূরীকরণে লক্ষ্য ও কৌশলকে, যা পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুঘটক হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল; একটা ন্যায়সঙ্গত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা নেওয়া হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলে। সেই দলিলে উপস্থাপিত সাম্যবাদী সমাজ বিনির্মাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঠিক করার দায়িত্বে অন্যদের সঙ্গে প্রফেসর রেহমান সোবহানও ছিলেন।

নয়

তার প্রতিষ্ঠিত সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) আজ দেশে-বিদেশে বেসরকারি থিংক-ট্যাংক হিসেবে সুপরিচিত। যদ্দুর মনে পড়ে, বিভিন্ন বাহানায় দাতা গোষ্ঠীর শর্তারোপ ও সরকার কর্তৃক সেই শর্ত বিনা বিতর্কে গ্রহণ এবং সার্বিকভাবে সমাজে বিরাজমান রাজনৈতিক বিতর্কের অভাব থেকে তিনি সংলাপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। জীবনের শুরু থেকে অদ্যাবধি অসমতার বিরুদ্ধে এক অদম্য যোদ্ধা হিসেবে থাকছেন রেহমান সোবহান। এই তো সেদিন ৮২ বছর বয়সে দাঁড়িয়ে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) এক সেমিনারে দক্ষিণ এশিয়ার কাঠামোগত বৈষম্য নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ উপস্থাপন করলেন। বললেন, মরা ব্যাঙ কুয়ায় রেখে যেমন পানি সেচে লাভ নেই, তেমনি কাঠামোগত বৈষম্য বজায় রেখে শুধু দরিদ্রের জন্য সম্পদ নির্দিষ্টকরণ ও সামাজিক সুরক্ষা দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় বৈষম্য দূর করা যাবে না। মাথার ওপর বিপ্লবের বাজ পড়ার পূর্বেই বৈষম্য নিরোধে সব ব্যবস্থা নিতে সবাইকে আহ্বান জানালেন।

বাংলার মাটি ও মানুষকে ভালোবেসে যার এত চিন্তা-ভাবনা, সেই স্যারকে আমার লেখা দু'লাইন উপহার দিলাম :

গেয়েছ জীবনভর বাঙালির মুক্তির গান
চিরঞ্জীব হও তুমি– রেহমান সোবহান।

আজ ৮২তম জন্মদিনে আবারও প্রফেসর রেহমান সোবহানের দীর্ঘ উৎপাদনক্ষম জীবন কামনা করি।